গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বর্তমান সরকারের সাত বছরের সাফল্য
২০০৯-২০১৫

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
www.dphe.gov.bd

বর্তমান সরকারের সাত বছরের সাফল্য চিত্র
২০০৯-২০১৫

১. সংস্থার পরিচিতি ঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্বার্পন করে ১৯৩৬সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোর পুনর্বাসনে গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগনের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম স্থান দখল করে আছে।

পল্লী এলাকার ব্যাপক সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনসহ ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। দ্রুত নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে অত্র দপ্তর পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। এছাড়া বন্যা, সাইক্লোন, মহামারী ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত মৌলিক সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরনে পরিবর্তন আনয়ন।

সরকারের অংগীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্যঃ

- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
- দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

২. সংস্থার উপর অর্পিত প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রম সমুহ এর মধ্যে রয়েছেঃ

- ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপ-জেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃ নিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য আবর্জনা নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান। তাছাড়া পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- আপদকালীন (বন্যা, ঘূর্নিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।
- সমগ্র দেশের খাবার পানির গুনগতমান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষন।
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান।
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণ।
- আর্সেনিক আক্রান্ড় ও অন্যান্য সমস্যা সংকূল এলাকায় (লবনাক্ত, পাথুর, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন।
- তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধি ও আধুনিক করণ।
- স্থানীয় সরকার, বেসরকারী উদ্যোক্তা, বেসরকারী সংস্থা এবং সিবিও সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরী পরামর্শ, তথ্য সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রম গ্রহণ। এজন্য পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্ল্যান (WSP) বাস্তবায়ন।

৩. প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল ঃ

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগনের মৌলিক অধিকার, এ দেশের জনগনের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসর্বদাই নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোয় স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব ও ওয়ান টাইম মঞ্জুরীকৃত ৬৮৮৮টি পদ রয়েছে যার মধ্যে সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৫টি, আঞ্চলিক পর্যায় ২০৪ টি, জেলা পর্যায়ে ৭০৫ টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫৭৬৪ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১১ জন, আঞ্চলিক পর্যায় ১৯৬ জন, জেলা পর্যায়ে ৬৭২ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪০৮০ জন অর্থাৎ ৫১৫৯ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ৯ টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম,পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) সার্কেলের প্রতিটিতে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষন, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ০২ জন এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ০৬ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

পদের শ্রেনী	অনুমোদিত পদসংখ্যা-২০০৯ অনুযায়ী	অনুমোদিত পদসংখ্যা-২০১৫ অনুযায়ী	কর্মরত পদসংখ্যা				শুন্য পদ	
			২০০৯ সাল		২০১৫ সাল		২০০৯ সাল	২০১৫ সাল
			পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী		
১ম শ্রেণী	৪৯৩	৪৯৭	৮৯	৫	১৬৮	২৫	৩৯৯	৩০৪
২য় শ্রেণী	৬৯৪	৭০৪	৩৯৮	১৪	৩৮০	১৫	২৮২	৩০৯
৩য় শ্রেণী	১০৯২	১০৭৪	৫৩৬	১০২	৫৪৮	১৬০	৪৫৪	৩৬৬
৪র্থ শ্রেণী	৪৬৯৬	৪৬১৩	৩০০৪	২২	৩৬৯৫	১৬৮	১৬৭০	৭৫০
মোটঃ	৬৯৭৫	৬৮৮৮	৪০২৭	১৪৩	৪৭৯১	৩৬৮	২৮০৫	১৭২৯

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শুন্য পদ পুরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নেপ্রদান করা হলো।

- বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) ক্যাডার কম্পোজিশন রুল পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যাডার পদ সংখ্যা ১১২টি হতে ১৩৬টিতে উন্নতি করণ।
- নতুন ৪টি (বরিশাল, রংপুর গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) অধিদপ্তরীয় সার্কেল পর্যায়ের "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর" কার্যালয় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সর্বমোট ৪৯৭টি পদ সৃজন করা হয়েছে যার মধ্যে ১টি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর পদ, ২টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ, ২টি নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ, ৭০টি সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীর পদ, ২৪২টি সহকারী প্রকৌশলীর পদসহ অন্যান্য ১২টি ১ম শ্রেনীর, ০৮টি ২য় শ্রেনীর এবং ১৬০টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের সময়ে প্রধান প্রকৌশলীর পদটি গ্রেড-১ এ উন্নীত করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ০৭জনকে পদোন্নতি ও ০৩জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ১৮জনকে পদোন্নতি ও ০২জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ০৭জনকে পদোন্নতি ও ৭৫জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের সুদৃষ্টির ফলে ০২ যুগেরও অধিককাল পর বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৩জন সহকারী প্রকৌশলীকে বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) ক্যাডার এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, পিএসসির মাধ্যমে ১৪০ জন নন-ক্যাডার সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, তাছাড়া ১৫৯জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সহকারী প্রকৌশলীর চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- প্রকল্পে নিয়োজিত ৭০জন কর্মকর্তা ও ২৪৭জন কর্মচারীর পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণ সহ চাকুরী নিয়মিত করণ হয়েছে।
- পিএসসির মাধ্যমে ৮১জন উপ সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪২জন এর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর পদে সর্বমোট ১২৫১জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫১৮টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪. বিগত ২০০৯ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) সুশাসন

সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, দূর্নীতিমুক্ত দেশ, সম্পদের সুষম বন্টন ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বুঝায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশে সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় যে অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তারই প্রতিফলন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সুশাসন প্রয়োগের কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- বর্তমান সরকারের সময়ে অধিদপ্তরীয় সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা সকল মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এর ফলে জনগন নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল সরকারী সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা পাচ্ছে এবং তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পরছে।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস অনুসরণ করে অধিদপ্তরীয় যাবতীয় ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন করা হয়েছে । ই-জিপির মাধ্যমে সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।
- সিএজি নিয়ন্ত্রনাধীন অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে অধিদপ্তরীয় সকল কার্যালয়ের যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রতি উৎসর নিয়মিত নিরীক্ষা করানো হচ্ছে এবং উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হলে বা কারো বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সন্তোষজনক জবাব প্রদানে অক্ষমতার ক্ষেত্রে যথাযথ তদন্তের পর বিভাগীয় মামলা দায়েরসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত ভাবে দোষী প্রতীয়মান হলে বিধি অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে উপরোক্ত নিয়ম কঠোর ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যদের পরামর্শ গ্রহন করে, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (উপজেলা, ইউনিয়ন) সদস্যদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পানির উৎস স্থাপনের সকল স্থান নির্ধারণ করা হয় যাতে সম্পদের সুষম বন্টন হয় এবং সমাজের অবহেলিত/হতদরিদ্র জনগণ সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে সমর্থ্য হয়।
- প্রশাসনিক দক্ষতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বিগত ১৪ বছরে স্থাপিত সকল পানির উৎসের সকল ডাটা সংগ্রহ করে সফটওয়ারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং Water Billing software প্রস্তুত করে বিভিন্ন পৌরসভায় প্রচলন করা হয়েছে, ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারের এর মাধ্যমে আগামীতে সকল ক্রয় কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

(খ) অবকাঠামো উন্নয়ন (বছর ওয়ারী বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন-একক ভিত্তিক)

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কয়েকটি প্রধান প্রধান উন্নয়ন কাজের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	অবকাঠামোর পরিমাণ							মোট
			২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	
১	পানির উৎস নির্মাণ	টি	২৩৭৩৯	৪১২২২	১৯৬২৫	৩২১৩২	৩০২৭৫	২৬৩১৬	৪০৮৪১	২১৪১৫০
২	রুরাল পাইপড ওয়াটার	গ্রাম	৪	৩০	২১	২১	৩১	-	-	১০৭
৩	উৎপাদক নলকূপ/ পুনরুজ্জীবিতকরণ	টি	১৭	৩৯	৩৪	১৩৮	১৬২	১০৬	২১৩	৭০৯
৪	পাইপ লাইন স্থাপন/ প্রতিস্থাপন	কি.মি	১৬৩.৫৮	১৯০	৯৮৯৮	২৩৮	১৯৫.৫	৩৭২.৯১	৩৭০.০৯	১১৪২৮.০৮
৫	পানি শোধনাগার	টি	৪	২	৮	১৫	১৫	১৮	১৬	৭৮
৬	উচ্চ জলাধার	টি	১	-	২	১৬	২	১৭	২	৪০
৭	প্রাইমারী/সেকেন্ডারী স্কুলে ওয়াটসন সুবিধাদি নির্মাণ	স্কুল	৩৫০	৪৭০	৫২০	৫৪০	৯২	-	-	১৯৭২
৮	স্বল্প মুল্যের ল্যাট্রিন স্থাপন	টি	৩৩৩২৫	৪৭৩৯০	২৪৭০৪১	১৫০০০০	৯৬০৫৮	৫৫০০	২৯০৩	৫৮২২১৭
৯	পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট	টি	৬	৩৯০	১৯১	২৫৮৫	৩০	৯৪	১৩১	৩৪২৭
১০	ড্রেণ নির্মাণ	কি.মি	৪২	১৮	২২	৫	১০	-	-	৯৭
১১	পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুতকরন	পৌরসভা	-	-	১২	৫৪	৯৪			১৬০
১২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ	টি	-	-	-	-	৮০০০	৮০০০	৮০০০	২৪০০০
১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লক নির্মাণ	টি	-	-	-	-	৫০০০	৫০০০	৫০০০	১৫০০০

বর্তমান সরকারের সময়ে উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বরাদ্দ	ব্যয়
০১	২০০৮-০৯	২৯৬,৬৬.০০	২৬১,০২.৮৭
০২	২০০৯-১০	৩৯৫,৮০.০০	৩৭৮,০৪.৬৭
০৩	২০১০-১১	৩৭১,৮৯.০০	৩৬০,০১.১৮
০৪	২০১১-১২	৬১৩,৫৭.৭৯	৬০৯,০৮.১৪
০৫	২০১২-১৩	৫৬৫,৩৫.০০	৫১১,৮৪.০১
০৬	২০১৩-১৪	৪৬৯,৮৭.০০	৪২৮,৪৮.৩২
০৭	২০১৪-১৫	৫৮১,৫৭.০০	৫৪২,৫২.২৩
মোট		৩২৯৪,৭১.৭৯	৩০৯১,০১.৪২

(গ) দারিদ্র বিমোচন ঃ

বর্তমান সরকারের সময়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণকালীন সময়ে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ কর্মদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠির সরকারী সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের উন্নতি হয়েছে ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের ফলে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে রোগ ব্যাধির প্রকোপ কমবে এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাবে যা দারিদ্র নিরসনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ বা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। তাতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা জনগনের স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ফলে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারী ব্যয় হ্রাস পেয়ে সরকারের অর্থনৈতিক খাতে সাশ্রয় ঘটবে, যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

(ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

বর্তমান সরকারের সময়ে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণের ফলে ৬০ লক্ষ নারী ও শিশুর সরকারী সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধির ফলে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং এর ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধির ফলে নারীদের দূরবর্তী বিভিন্ন উৎস হতে পানি সংগ্রহের জন্য যে সময় ব্যয় হয় তা হ্রাস পেয়েছে। নারীদের পানির উৎস এর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে প্রায় ২.০০ লক্ষ নারীর সরকারী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এতে পরিবারে/সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ড পর্যায়ে পানির উৎসের স্থান নির্ধারণ কমিটিতে নির্বাচিত নারী সদস্য অর্ন্তভুক্ত থাকায় ও নারীদের পানির উৎসের কেয়ারটেকার নির্বাচনের ফলে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন হবে। পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণের ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ নারীর নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত হবে এবং নারীরা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন।

ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ এ সকল প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করে থাকে।

বিগত ৭(সাত) বছরে অর্থাৎ ২০০৯-১৫ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে মোট ১৫০৫ জন নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে যোগদান করে তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ১৭৩ জন, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৮১ জন এবং ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর ১২৫১ জন। উক্ত সময়ে অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে নতুন যোগদানকৃত জনবলসহ অন্যান্য কর্মরত জনবলের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন কার্যক্রম গ্রহন করা হয় । প্রশিক্ষণ সমূহ প্রধানতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পলিসি সাপোর্ট ইউনিট এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজন করা হয় । আয়েজিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল বিষয়বস্তু মূলত কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক । তবে এ ছাড়াও Office Management, Water & Sanitation, Water Safety Plan, Technological option on Sanitationএর বিভিন্ন বিষয়বস্তুও এর অর্ন্তভূক্ত । বিগত ২০০৯-১৫ সময়ের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ ধরনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করে যার মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ মোট ২১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ ছাড়াও অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে পৌরসভার পানি সরবরাহ শাখার কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর প্রায় ১০০০ জনকে কারিগরী বিষয়াদির উপর বিশেষতঃ পৌর পানি সরবরাহ ও রক্ষনাবেক্ষন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
উল্লেখ্য যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে কর্মরত জনবলকে আরও দক্ষ, কর্মক্ষম ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে নির্মান কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত নির্মান কাজ সমাপ্ত হলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন অধিক সহজতর হবে।

(চ) স্বাস্থ্য সেবা ঃ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসসহ পানি বাহিত রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব হয়েছে।

(ছ) স্যানিটেশন কার্যক্রম

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে 'নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সরকারের এই মেয়াদে 'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল' ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫' প্রণীত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৮শে জুলাই ২০১০ তারিখে পানি ও স্যানিটেশনকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।'পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন' বিষয়টিকে ৭ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে । বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে 'বাংলাস্যান' শীর্ষক প্রথম জাতীয় স্যানিটেশন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

স্যানিটেশন সংক্রান্ত ২০০৩ সালে পরিচালিত বেইজলাইন সার্ভের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৩৩ ভাগ পরিবার ন্যূনতম (Basic) স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় থাকলেও খোলা জায়গায় মলমূত্রত্যাগকারী পরিবার ছিল শতকরা ৪২ ভাগ। খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ফলে পানির প্রধান উৎসগুলি দূষিত হয়ে যায় এবং ডায়রিয়াসহ নানা ধরণের পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৮ জন ছিল (BDHS: Bangladesh Demographic and Health Survey 2004)।এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগিতায় সমগ্র দেশে স্যানিটেশন আন্দোলন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাংলাদেশে ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী (Basicসহ) পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৯৯ ভাগে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

সরকার ঘোষিত **"২০১৩ সন, সবার জন্য স্যানিটেশন"** বাস্তবায়নে অত্র অধিদপ্তর সারা দেশ ব্যাপী স্যানিটেশন বিষয়ক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় অধিদপ্তরীয় জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্যমান প্রায় ৯০০টি ল্যাট্রিন উৎপাদন কেন্দ্রে এসকল স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সেট উৎপাদিত হচ্ছে। বিগত ০৭ বছরে প্রায় ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে /ভর্তূকীমুল্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে ৩৪২৭ টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট ও ৯৭ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া সরকারী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের থোক বরাদ্দ হতে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহেরও মাধ্যমে স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তাছাড়া বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়,ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নয়নে এবং সমাজে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর নিয়মিতভাবে সমগ্রদেশব্যাপী 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিমিত্তে ২০১৫ সালে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের থিম নির্ধারণ করা হয় "Raise a hand for hygiene"|

স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের মাধ্যমে গত ২/৩ বছরে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যাপক গতিশীলতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও NGO দের সহায়তায় সরকার জানুয়ারী ২০১৬ সালে SACOSAN-VIআয়োজন করা হয়। SACOSAN-VI এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Better Sanitation Better Life"। SACOSAN-VI এর মাধ্যমে একটি ঘোষনাপত্র প্রণয়ন করা হয় যাতে SDG কে সামনে রেখে SACOSAN এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

এ বিষয়সমূহকে সামনে রেখে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন নতুন কর্মকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট কাজ করে যাচ্ছে।

মৌলভীবাজার পৌরসভায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত কমিউনিটি লেট্রিন

(ছ) নিরাপদ পানি সরবরাহ

১) গ্রামীণ পানি সরবরাহ ঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ ২০০১ সালে ৯৭% হতে ৭৪% এ নেমে আসে ।

বর্তমান সরকারের সময়ে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ২,১৪,১৫০ টি আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস ও ৮৬টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে যেখানে প্রতি ৯৯ জনের জন্য ১টি সরকারী পানির উৎস ছিল সেখানে বর্তমানে ২০১৫ সালে প্রতি ৮৮ জনের জন্য ১টি সরকারী পানির উৎস বিদ্যমান আছে। তাছাড়া বর্ণিত সময়ের মধ্যে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮২% হতে ৮৮% এ উন্নীত হয়েছে।

দূর্যোগ মোকাবেলায় উচু পাটাতন যুক্ত নলকুপ

২) পৌর পানি সরবরাহ ঃ

দেশে বর্তমানে ৩২৩ টি পৌরসভা এবং ৯টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য ৩টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৩ টি পৌরসভার মধ্যে ৩২১ টি পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে থাকে। বর্তমানে ১৩৭ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। বর্তমান সরকারের সময়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও মংলা পৌরসভায় আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২টি সিটি কর্পোরেশন (সিলেট ও বরিশাল) এবং১২২টি পৌরসভায় কার্যক্রম চলছে যার কার্যক্রম শীঘ্রই সমাপ্ত হবে ।

পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ৭০৯ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ১১৪২৮কিঃমিঃ সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন, ৪০ টি(আংশিক) উচ্চ জলাধার ও ৭৮ টি(আংশিক) পানি শোধানাগার নির্মান করা হয়েছে। যে সকল পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নাই এমন ১৬০ টি নতুন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাদারীপুর পৌরসভায় নবনির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান

ময়মনসিংহ পৌরসভায় নবনির্মিত উচ্চ জলাধার

৫. উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো।

- বর্তমান সরকারের সময়ে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ২ লক্ষ ১৪ হাজার পানির উৎস স্থাপন করায় প্রতি ৮৮ জনের জন্য একটি পানির উৎস নিশ্চিত হয়েছে এবং পানি সরবরাহের কভারেজ ৮২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮% এ উন্নীত হয়েছে। পৌর এলাকায় কভারেজ (Piped Water + Point sources) ৮৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।(JMP,2015)
- বর্তমান সরকারের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৮২ হাজার স্বল্প মূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ৩,৪২৭ কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করায় দেশে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ৮৬% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭% উন্নীত হয়েছে।
- রাজশাহী মহানগরীতে ২টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান নির্মাণসহ আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করে নবগঠিত রাজশাহী ওয়াসার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- মংলা পৌরসভায় আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।
- "সিডর" ও "আইলা" আক্রান্ত এলাকায় আপদকালীন জরুরী অবস্থা সফলভাবে মোকাবেলাসহ উক্ত এলাকায় ৯০০০ টি বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।
- ১ লক্ষ ৯০ হাজার পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।
- ৬১,০০০ হাজার প্রাথমিক স্কুলের বিদ্যমান খাবার পানির উৎসের গুণগতমান পরীক্ষা করনসহ নিরাপদ পানির উৎস বিহীন প্রায় ২৪,০০০ প্রাথমিক স্কুলে নিরাপদ পানির উৎস ও প্রায় ১৫০০ স্কুলে ওয়াস ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।
- পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নাই এমন ১৬০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্ভ্যাব্যতা যাচাই সহ মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সময়ে ৮৬টি গ্রামকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে ।
- বঙ্গোপসাগরের মোহনায় জেগে উঠা নতুন চরে বসতি স্থাপনকারী জনগনকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক সংশ্লেষ		প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রম	মন্তব্য
		জিওবি	উন্নয়ন সহায়তা		
১	পৌরসভাসমূহে নলকুপ পূনরুজ্জিবীতকরণসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পূনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৮৬০.০০	০.০০	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবিতকরণ-১৩০টি উৎপাদক নলকুপ প্রতিস্থাপন-১২টি পানি শোধনাগার পুনর্বাসন-১৩টি পানির ট্যাংক পুনর্বাসন - ৩৫টি পানির উৎস স্থাপন -১০০টি পাইপ লাইন উন্নয়ন-২৬৩কি.মি	প্রকল্পটি জুন/২০০৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২	উপকুলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা)।	৩২০৮.৫১	৭০৩৯.০০	পানির উৎস স্থাপন-৮৮২৮টি পাইপ লাইন স্থাপন-৬২কি.মি	প্রকল্পটি জুন/২০০৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩	সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ (৫ম পর্যায়) প্রকল্প।	৩৮৫৯৮.৮৯	০.০০	পানির উৎস স্থাপন-৯৫৩৪৬টি পুকুর পুন:খনন স্কীম-৬৪ ইউনিট	প্রকল্পটি জুন/২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪	মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	১৭১৪.৬৩	০.০০	পাইপ লাইন স্থাপন-২৫কি.মি পানি শোধনাগান স্থাপন-১টি উচ্চ জলাধার স্থাপন-১টি ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার স্থাপন-১টি	প্রকল্পটি জুন/২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫	বাংলাদেশ এনভায়রণমেন্টাল টেকনোলজি ভেরিফিকেশন টু আর্সেনিক মিটিগেশন(বিইটিভি-এসএএম)	৫৭.৮০	৬৭৪২.২০	মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকমুক্ত করণ প্রযুক্তি ভেরিফিকেশন করা।	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০০৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	বাংলাদেশ পানি সরবরাহ প্রোগ্রাম প্রজেক্ট।	১৫৬০.০০	১২৮০৪.০০	রুরাল পাইপড ওয়াটার স্কিম-২১টি পানির উৎস স্থাপন-১২৮৫০টি পৌরসভাসমূহের বন্যাত্তোর পূর্ণবাসন-২৪টি পৌরসভা	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৭	চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (CDSP-III) ডিপিএইচই অংশ।	৭৪.৩৫	৮০০.০০	পানির উৎস স্থাপন-৭২৫টি লেট্রিন স্থাপন-৮৫২০টি	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)।	৮২৫০.১২	০.০০	ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার-(২ ইউনিট) পাইপ লাইন স্থাপন- ২৫.৫০ কি.মি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-২৭টি	প্রকল্পটি জুন/২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯	Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring Sistem in Bangladesh.	২০.০০	২১২২.৭৯	প্রশিক্ষণ- ১৫৬৯২ জন	প্রকল্পটি মার্চ/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১০	ইউনিয়ন পরিষদ সার্পোটেড ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপাই পাইলট প্রকল্প ।	৭৪২.০০	০.০০	উৎপাদক নলকূপ-১০টি পাইপ লাইন স্থাপন-৩৪ কি.মি ওয়াটার রির্জাভার স্থাপন- ০৪টি	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১১	চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলাসমূহে পানীয় জল সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভ্যাবতা জরীপ ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য ষ্টাডি প্রকল্প ।	৪৭৯.৫০	০.০০	৩টি পার্বত্য জেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাস্টার প্ল্যান তৈরী। অনুসন্ধানমুলক খনন ও নলকুপ স্থাপন-৬৪১টি অনুসন্ধানমুলক খনন ও নলকুপ স্থাপন-৬৪১টি	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক সংশ্লেষ		প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রম	মন্তব্য
		জিওবি	উন্নয়ন সহায়তা		
১২	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প ।	১৩৮৮০.৪৭	৪৯২৮৮.৭০	পানির উৎস স্থাপন-১৯,৫৯০টি বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন নির্মান-৪৭৪৪টি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	প্রকল্পটি জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৩	জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প।	৪৭৯৬.১৪	০.০০	স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিণ সেট উৎপাদন-৫,৩৫,৫০০ সেট	প্রকল্পটি জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪	দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৩৯৭৭.৫১	০.০০	পানির উৎস স্থাপন- ৬১১২টি পাইলটিং অপশন-৯টি এক্সপোরেটরী ড্রিলিং -১২৮টি	প্রকল্পটি জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৫	মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প	১৪২২৫.৫০	৩৪২৭৮.৫০	পানির উৎস স্থাপন-১৫৭৫টি ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন-২০৬.৫কি.মি নতুন ডিষ্ট্রিবিউশন মেইন স্থাপন-৮৪৫কি.মি পানির মিটার ক্রয়-১,১০,০০০টি, উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-৮৫টি গৃহ সংযোগ- ৬৫০০০টি পানি শোধনাগার স্থাপন-১২ টি (৯৫%) উচ্চ জলাধার নির্মাণ-১৬টি (৯৬%) বিভিন্ন ধরনের লেট্রিন স্থাপন-১৩৫৫টি	প্রকল্পটি জুন/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬	সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	২৮২৪১.১০৯	০.০০	পাইপ লাইন -২০৫.৪৫ কি.মি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন-২৮টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার স্থাপন- ০৪টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ-১৫টি	প্রকল্পটি চলমান আছে এবং জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হবে।
১৭	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৩৬৪৭.০০	০.০০	বিল্ডিং কন্সট্রাকশন-৯০০০ব.মি (অগ্রগতি ৬৬.৯৯%)	প্রকল্পটি চলমান আছে এবং জুন/২০১৭ এ সমাপ্ত হবে।
১৮	গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এন্ড টিপিপি ফর সার্ভে, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন উপজেলা এন্ড গ্রোথ সেন্টার লেভেল পৌরসভা হেভিং নো ওয়াটার সাপাই	১০০১৪.৬০	০.০০	১৪৮টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাস্টার প্ল্যান তৈরী।	প্রকল্পটি জুন/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৯	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৭৩৭১২.৬২	০.০০	পানির উৎস স্থাপন-১১৯৭৭০টি	প্রকল্পটি জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২০	কোটালী পাড়া ও টুঙ্গি পাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	১৪০০.০০	০.০০	পানির মিটার স্থাপন-১৫০০টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-০৩টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ- ০১টি পাইপ লাইন স্থাপন-৪৯কি.মি	প্রকল্পটি জুন/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২১	পাবনা জেলার সুজানগর ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সাপাই এন্ড এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	১৭৭৯.৮৫	০.০০	পাইপ লাইন স্থাপন-৮১.৬৯কি.মি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-১৪টি হাউজ কানেকশন-২১০০টি	প্রকল্পটি জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২২	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৭৫৩৭২.০০	০.০০	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবিতকরণ-১৫৩টি পানি শোধনাগার পুনর্বাসন-২৫টি ওভারহেড ট্যাংক পুনর্বাসন - ৬৬টি পানির উৎস স্থাপন -৭২২৫টি পাইপ লাইন স্থাপন-৮৬০কি.মি পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন-৩৭০কি.মি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-২৮৯টি পানি শোধনাগার স্থাপন-২৫ টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ-৪টি	প্রকল্পটি চলমান আছে

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক সংশ্লেষ		প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রম	মন্তব্য
		জিওবি	উন্নয়ন সহায়তা		
২৩	বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)।	২১৭৬.৪৬	১০০২২.২৫	পানির উৎস স্থাপন-৭৬৪৪টি লেট্রিন স্থাপন- ৬২৩৫টি পুকুর পুন:খনন-৮৭টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান-৮টি	প্রকল্পটি জুন/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২৪	টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।	৯৪৩৮.৪৫	০.০০	উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-২০টি পাইপ লাইন স্থাপন-৬০কি.মি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-১০টি ইজতেমা টয়লেট বর্ধিতকরণ (৩য় তলা নির্মাণ এবং ২টি ওজুখানা)-৭টি ৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং-২১টি	প্রকল্পটি চলমান আছে
২৫	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	১৩২৪.৪৬	৩২৯৬২.৮৩	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কীম নির্মাণ-৩৭টি পানির উৎস স্থাপন-১৭২৭৫টি ল্যাট্রিন নির্মাণ-৫০০০০টি	প্রকল্পটি চলমান আছে
২৬	থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)।	২৬৮৫৩.৩৩	০.০০	উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-১২০টি পানির উৎস স্থাপন-১১১২টি পাইপ লাইন স্থাপন-৭৫৫কি.মি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-১৫৫টি পানি শোধনাগার স্থাপন-২৭ টি	প্রকল্পটি চলমান আছে
২৭	মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	১৯৫৫.৮২	০.০০	পানি শোধনাগার স্থাপন-১ টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ-১টি ইম্পাউন্ডিং রিজারর্ভার নির্মাণ-১টি পাইপ লাইন স্থাপন-১২.৭৫কিঃমিঃ	প্রকল্পটি চলমান আছে
২৮	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেষ্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	৩৩১৪.১৯	৭০৩৮.৭৪	পানির উৎস স্থাপন-৩৪টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন- ২৩টি	প্রকল্পটি চলমান আছে
২৯	৪০ পৌরসভা এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৮৪১৮.৭৪	০.০০	উৎপাদক নলকুপ স্থাপন-৫০টি পানির উৎস স্থাপন- ১৫০০টি পাইপ লাইন স্থাপন-৪৪০কিঃমিঃ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-৬০টি পানি শোধনাগার স্থাপন-১২ টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ-১২টি	প্রকল্পটি চলমান আছে
৩০	দ্যা প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ কমপ্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অফ ডিপিএইচই অন ওয়াটার সাপ্লাই	২৮৮.৪১	৩১১৮.৪৭	আর্সেনিক ফিল্ড টেষ্ট কিট -৫০০টি জিপিএস - ১০০ টি প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার জন্যে হাইড্রোজিয়োলজিক্যাল ম্যাপ - ১ টি ৬৪ জেলার বাছাইকৃত এলাকাসমূহে সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ - ৬৪ টি	প্রকল্পটি চলমান আছে
৩১	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	৮৪৫১.৫৮	৩২৯৩৭.১৫	পানির উৎস স্থাপন-১০৮৮০টি গ্রামীণ অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ - ৫০ টি শহর অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ - ৩০ টি পানি শোধনাগার - ৩০টি ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ স্কিমস - ৫০ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং - ৩০০ টি ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন- ৫০টি শেয়ারড লেট্রিন - ৩০০০টি কমিউনিটি লেট্রিন - ৬০টি পাবলিক টয়লেট - ৭৫টি অনসাইট বর্জ্য পরিশোধনাগার - ১০ টি ডি-স্লাজিং ইউনিট - ১৫ টি ড্রেনেজ স্কীম - ১৫ টি কঠিন বর্জ্য পরিশোধন ইউনিট - ১৫ টি	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক সংশ্লেষ		প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রম	মন্তব্য
		জিওবি	উন্নয়ন সহায়তা		
৩২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন -৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ।	৪১৫.৬৭	২০৩৭.৬০	পানির উৎস স্থাপন-১১৫৪টি লেট্রিণ স্থাপন-২৩৯০৯টি	প্রকল্পটি চলমান আছে